Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

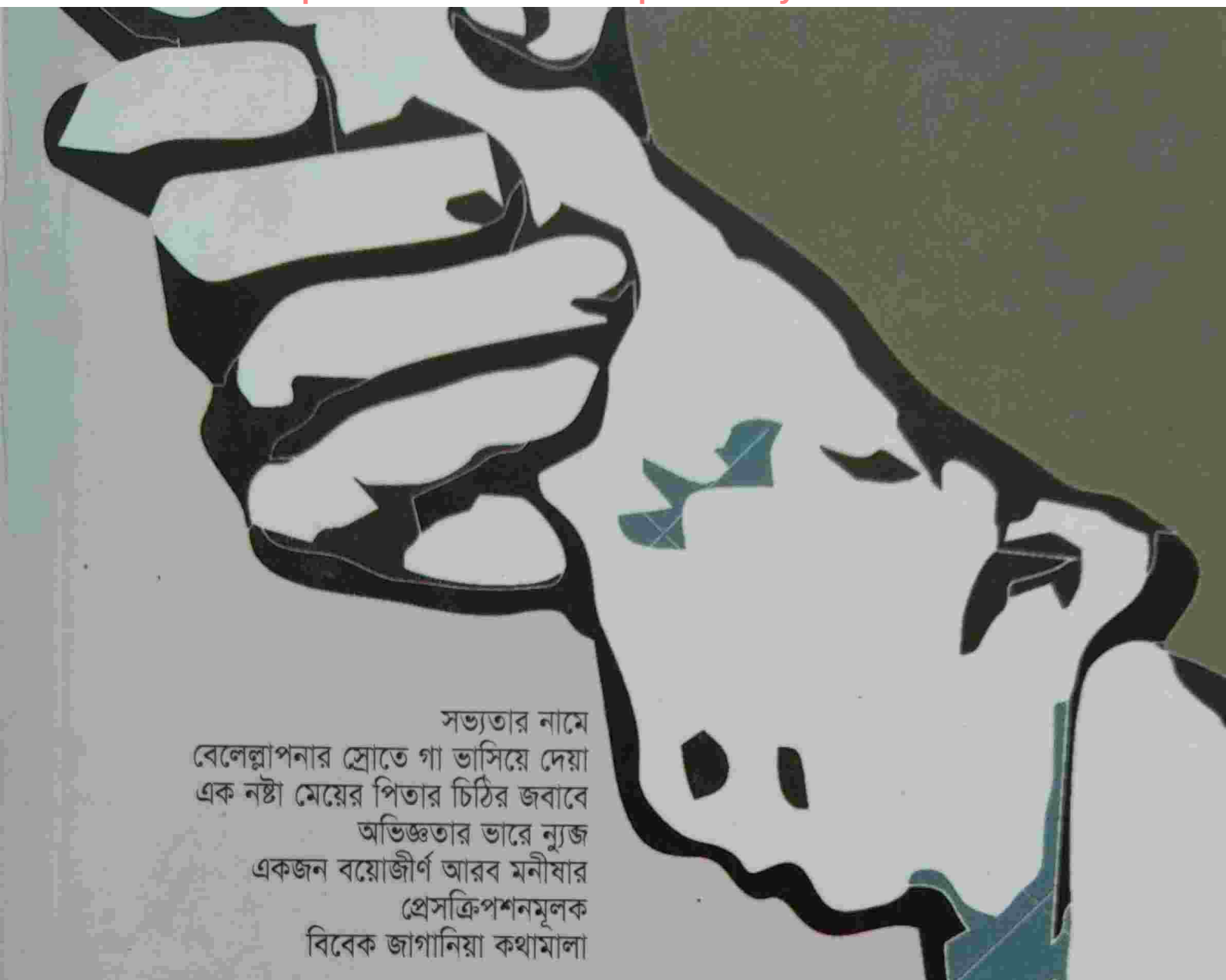

সভ্যতার নামে
বেলেল্লাপনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া
এক নষ্টা মেয়ের পিতার চিঠির জবাবে
অভিজ্ঞতার ভারে ন্যুব্জ
একজন বয়োজীর্ণ আরব মনীষার
প্রেসক্রিপশনমূলক
বিবেক জাগানিয়া কথামালা

যুবকদের বাঁচাও

শাইখ আলী তানতাবী

হুদহুদ প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুবকদের বাঁচাও! ৫
কেউই আমায় সাহায্য করেনি ৬
ফল দেরিতে আসে আসুক ৬
একটি চিঠি ৭
চিঠিতে প্রেরক বলেছেন ৭
চিঠির জবাব ৮
আর কিছুই করতে পারবো না ৮
এরকম পরিণতি হতো না ৯
সকলেই দায়িত্ববান ৯
আল্লাহর অমোঘ বিধানের বিরোধিতা ১০
মেয়েদের ব্যবসার লাভজনক পণ্য বানিয়েছি ১০
জালিম সমাজ তার তাওবা কবুল করে না! ১১
আপনারাই বিয়ের দরোজা বন্ধ করেছেন! ১২
মেয়েদের পিতারাই সব সমস্যার মূল ১৩
তারা বেঁকে বসে ও পাত্রকে নিষেধ করে দেয় ১৪
বিবাহিত ব্যক্তি ও ব্যভিচারী ব্যক্তির উদাহরণ ১৫
কিছু মানুষ হলো 'তোতাপাখি' ১৬
আমরা নারীর শত্রু নই ১৬
এরা সব শিশু; কিছু বুঝেনা! ১৭
স্বল্পবসনা যুবতী ১৮
অবাধ মেলামেশাকে নিয়ম সাব্যস্ত করে নিয়েছি ১৮
যুবক তার লাম্পট্যতাকে নিয়ে গর্ববোধ করে! ১৮
যৌনতার কাহিনি সম্প্রচার ১৯
পাপিষ্ঠদের আইডল মনে করা! ১৯
ভয়ের কোনো কারণ নেই ঔষধ আছে! ২০
যে 'আইন' ব্যভিচারকে অনুমোদন দেয়! ২০
ব্যভিচারের শাস্তি চুরির শাস্তির চেয়েও হালকা ২১
এখনকার যুবকরা তো মসজিদের রাস্তাটাই চিনে না ২১
তুমি এগিয়ে যাও হে নারী ২১
গির্জার একটি নোটিশ ২২
অপরাধ কি শুধু যুবকের? ২২
সবার সমন্বিত হওয়া উচিত ২৩
শেষ কথা ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুবকদের বাঁচাও!

এ কথাগুলো আমি দামেস্কের বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করেছিলাম আজ থেকে একত্রিশ বছর আগে [১৩৭৬ হিজরি, মোতাবেক ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ]। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হলেও এই কথাগুলোর সময় ও প্রেক্ষাপট সে অনেক আগেই চলে গেছে এবং ইতিহাসের পুরোনো একটি খবর হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, আর চলমান কালের একটি গুণ হয়ে এখনও বাকি আছে।

আমি আগেও বলেছি যে, আমি আমার কথাগুলো লিখে রাখতাম, সেই হিসেবে এই কথাগুলোও লিখে রেখেছিলাম। আজ হঠাৎ সেই লেখা আমার হাতের নাগালে আসলো। আমি লেখায় দৃষ্টি অবলোকন করলাম, অকস্মাৎ দেখতে পেলাম, আজও এটি নতুনত্বের মোড়কে আভির্ভূত হচ্ছে, যেমনটি একত্রিশ বছর পূর্বেও ছিলো! যেমন এই ত্রিশ বছরে আমরা কোনো কিছুতেই সংশোধন আনতে পারিনি! ঠিক তেমন এসব বক্তব্য-ভাষণ, ওয়াজ-নসীহত, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনা-পর্যালোচনা বেকার হয়ে গেছে; কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি!

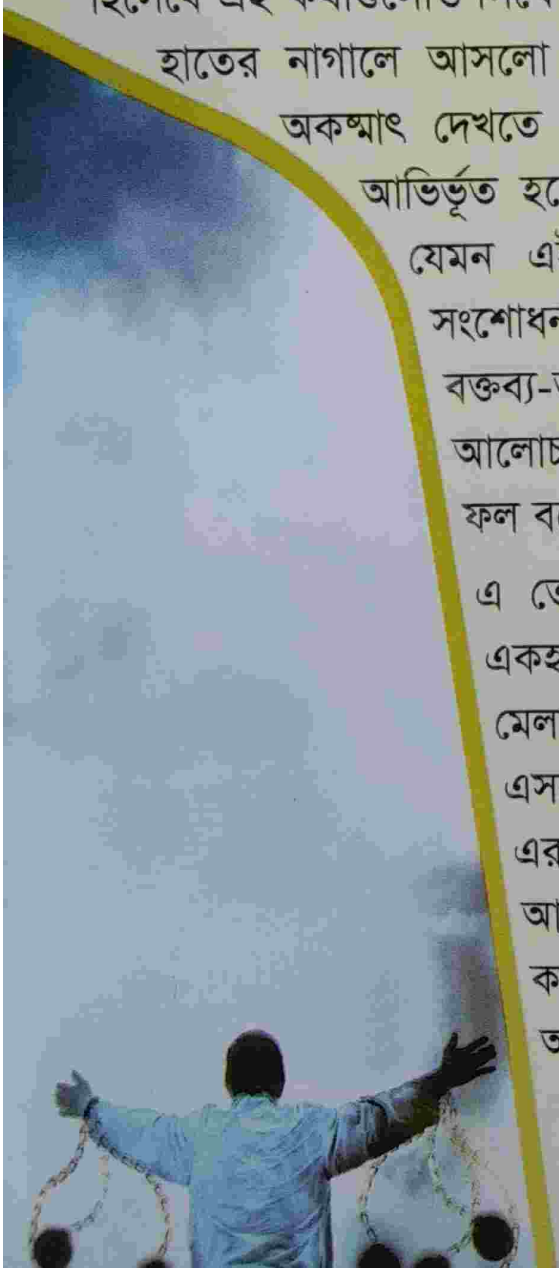

এ তো গেলো এক কথা, আবার এজন্যও যে, একহাজার পাঠকের মাঝে এমন একজনও পাঠক মেলা ভার, যে এসব শুনতে পেরেছে অথবা এসবের উপর অবগত হয়েছে! আলহামদুলিল্লাহ, এরপরও এসব কিছুর উপকারিতা সদাসর্বদা আশাব্যঞ্জক, যেমনটি অতীতেও ছিলো। সেজন্য কথাগুলো এখানে আবার প্রকাশ করার জন্য আমি আপনাদের অনুমতি চাচ্ছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেউই আমায় সাহায্য করেনি

আমি জানি যে, আমি এই বিষয়ের উপর অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু আমি কী করবো, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঘর-বাড়ির উপরে প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান দেখে মানুষকে ডেকেছিলাম, কিন্তু কেউই আমার ডাকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি; আমি ফরিয়াদ করে সাহায্য চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউই আমায় সাহায্য করেনি?! আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আমি আমার সব কর্তব্য আদায় করে নিয়েছি। এখন আমার আর কোনো কাজ নেই; শুধু ঘরে গিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুম দেওয়া ছাড়া?!

ফল দেরিতে আসে আসুক

নিশ্চয় পত্রিকার লেখক, মিম্বরের খতীব, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে সমাজ সংশোধনীর কাজে অংশ নিতে সামর্থ্য রাখে; সে যেনো নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে সমাজ সংশোধনীর কাজে লেগেই থাকে। এতে যদি ফল দেরিতে আসে আসুক।

সমাজ সংশোধনীর এই কাজ করতে গিয়ে সে যেনো এই কথা না বলে- মানুষেরা বিরক্ত হয়ে গেছে, আমি কোনো গায়ক নই, যে মানুষকে গান গেয়ে বিনোদন দিবো এবং আমি কোনো ভেল্কিবাজ-ভাড় নই, যে লোকদের হাসাবো; বরং আমি একজন ডাক্তার, লোকদের চিকিৎসা করি!

যদি একদিনেই বিশজন লোক একই রোগ বহন করে ডাক্তারের কাছে আগমন করে, তাহলে ডাক্তার কি তার চিকিৎসা বাদ দিয়ে দেয়? ডাক্তার কি এই কথা বলে যে, এই রোগের চিকিৎসা করতে করতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, আপনারা অন্য কোনো রোগ নিয়ে আসেন বা আমার চেম্বার ছাড়েন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি চিঠি

একদিন দামেস্কের বেতারকেন্দ্রে ডাকযোগে আরও কতগুলো চিঠির সঙ্গে আমার ঠিকানায় একটি চিঠি আসলো। চিঠির প্রেরক কে- আমি জানিনা। চিঠিতে প্রেরক-পরিচিতির উপর সামান্যতম আলামতও নেই। চিঠিতে প্রেরক এমন কাহিনি লিখেছেন, যার প্রতিটি লাইন থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে! জ্বলে দগ্ধিভূত অন্তরের পোড়া গন্ধ শোঁকা যাচ্ছে!

প্রেরক বলছেন, তিনি একজন সম্মানী, সৎকর্মশীল ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর পাহাড়সম অটল-অবিচল ব্যক্তি। একটি সম্মানী পেশায় সমাসীন। তার একটি কন্যা আছে, যে প্রথমে আস্তে আস্তে কু-পথে পা বাড়িয়েছে। অসৎচরিত্রের ছেলেদের সাথে অবাধে চলাফেরা করেছে। একসময় তিলে তিলে তিলোত্তমার মতো গড়ে তোলা সম্ভ্রমকে খুইয়ে এখন ললাটে কলঙ্কের কালো তিলক এঁটে অত্যন্ত দুর্বিসহ দিনাতিপাত করছে! এবং ইহা-ই হলো প্রত্যেক যুবতীর শেষ পরিণতি, যে আধুনিকতার নামে নষ্টামো ও ভ্রষ্টতার পথে বেমালুম চলে!

চিঠিতে প্রেরক বলছেন

চিঠিতে প্রেরক বলছেন- এইসব কিছুর প্রথম কারণ হলো স্কুল, অতঃপর কলেজ-ভার্সিটি। চিঠিতে তিনি ঐসব স্কুলগুলোর উপর অভিশাপ দিচ্ছেন, যেগুলো মেয়েদেরকে ছেলেদের পাশে গা ঘেঁষে বসা শিখিয়েছে ও স্বাধীনভাবে আলাপচারিতার সুযোগ করিয়ে দিয়েছে; যে স্বাধীন আলাপচারিতা-ই শেষে এই খারাপ পরিণতির দিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে!

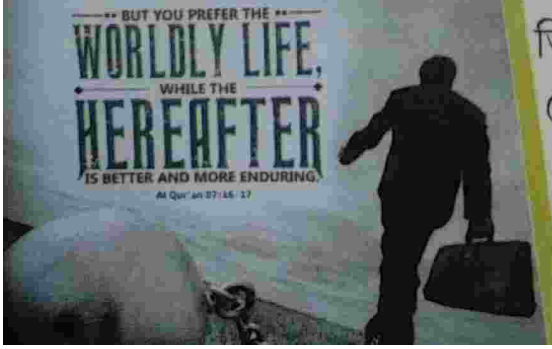

তিনি অভিশাপ দিচ্ছেন সে সমাজকে, যে সমাজ মেয়েদের খারাপ বানিয়ে তুলেছে! চিঠিতে প্রেরক আরও অনেক কিছু লিখলেন...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিঠির জবাব

আমি ঐদিনই তাকে এই বলে চিঠি লিখলাম, আমি জানি যে আপনি ব্যথিত, বিপদগ্রস্ত। কিন্তু এখন আমি আপনার জন্য কী করতে পারি? আপনি কেন তখন আমার কাছে চিঠি লিখলেননা, যখন সিনায় শেষ নিঃশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিলো? এখন আমি কী করবো, যখন পুরো ঘরময় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে এবং সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে? আমি কী করবো যখন রাতের আধারেই প্লাবন দেখা দিয়েছে, অতঃপর সবকিছু নিয়ে গেছে তলিয়ে? ডাক্তারের কী-ই বা করার আছে, যখন রোগীব্যক্তি মারা যাওয়ার পর বা মরে যাওয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার পর তাকে ডাকা হয়? আপনি কেন ডাক্তারকে তখন ডাকেননি, যখন রোগ সবেমাত্র দেখা দিয়েছে বা দুর্বল ছিল এবং তখনও রোগমুক্তির আশা পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিলো?

আর কিছুই করতে পারবো না

না হে আমার ভাই, এখন আমি আপনাকে সান্ত্বনার বাণী শোনানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবো না! আপনার জন্য আল্লাহর কাছে মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণ করার তাওফিক চাওয়া ব্যতীত আর কিছুই করতে পারবোনা!

তদুপরি আমি যদিও একজনকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি, কিন্ত এমন অপর কাউকে উদ্ধার করতে তো ব্যর্থ হয়ে যাইনি, যার অবস্থা এখনও এ পর্যন্ত এসে গড়ায়নি। যাকে তার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ রকম পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে আসেনি। যদি আমি তার সাথে একই যুগের বাসিন্দা না হতাম এবং তার কষ্টের উপর কষ্টকে বাড়িয়ে না দিতাম, তাহলে বলতাম- এই অবস্থা আপনার কারণেই হয়েছে! আপনার কারণেই হয়েছে হে বাবা! আপনার কারণেই হয়েছে হে মা!

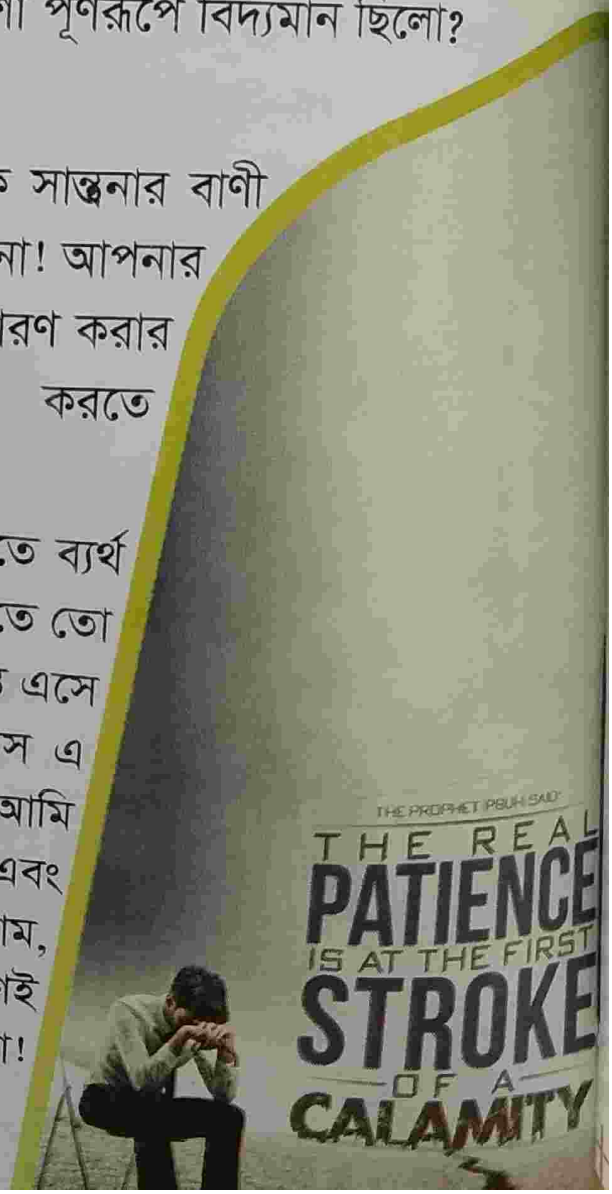

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি যেসব অভিশম্পাত আরোপ করেছেন (যদি অভিশম্পাত করা বৈধ হয়), তার অধিকতর উপযোগী আপনারা দু'জনই!

এরকম পরিণতি হতো না

হে বাবা! যদি আপনি আপনার ঘর ও মেয়ের উপর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আদায় করতেন, যদি আপনাকে ঘর ও মেয়ে থেকে আপনার চাকুরী, খেল-তামাশা ও হীনম্মন্যতা, নৈশকালীন আড্ডা ও কফিচক্র অমনযোগী না রাখতো; এবং হে মা! যদি আপনি আপনার ঘর ও মেয়ের উপর নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করতেন, যদি আপনাকে কাপড় সেলাইকারিনী ও রূপচর্চাকারিনী মহিলাগণ, আপনার বাসায় আগত মেহমানদের আতিথেয়তা ও বান্ধবীদের সাথে ঘনঘন সাক্ষাৎ সবসময় ব্যস্ত না রাখতো; এবং যদি আপনি আপনার মেয়েকে ঘরের খাদেমা ও বুড়ীদের সোপর্দ না করতেন, তাহলে এরকম পরিণতি হতো না!

সকলেই দায়িত্ববান

তদুপরি আমি স্কুলকে দায়মুক্ত করছিনা। আবার সমাজকেও পবিত্র সাব্যস্ত করছি না। একজন মেয়ের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাবা দায়িত্ববান। তদ্রূপ মেয়ের শিক্ষক দায়িত্ববান। পত্রিকার সাংবাদিক দায়িত্ববান। যার হাতেই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে, সে দায়িত্ববান। সকলেই দায়িত্ববান। সবশেষে যে দায়িত্ববান ও যাকে সর্বশেষ জবাবদিহি করতে হবে, সে হলো ওই মেয়ে, যে নষ্টা হয়ে গেছে এবং ওই ছেলে, যে নষ্ট হয়েছে। যদিও আমি সবধরণের নষ্টামি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই না; অস্বীকার করি।

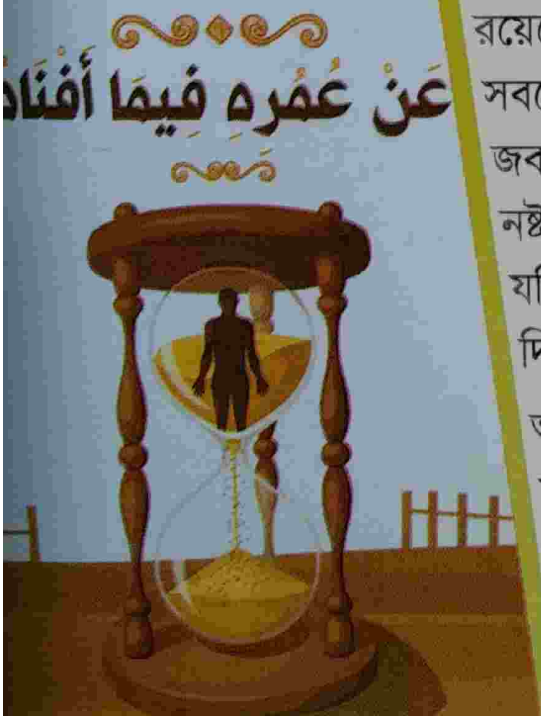

আল্লাহ তাআলা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, যাকে জৈবিক চাহিদা বলে; তা মানুষের অন্তরে গেঁথে রেখেছেন এবং ইহার জন্য নির্দিষ্ট পথ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিত্রিত করে দিয়েছেন, যে চিত্রিত পথ দিয়েই ইহা বয়ে যায় স্বাভাবিক গতিতে। যেমনিভাবে পানির ঢল ঐ নালা দিয়ে বয়ে চলে, যে নালাকে তার জন্য খনন করা হয়েছে এবং তাতে তৈরি করা হয়েছে বাঁধ, যাতে করে ঐ বাঁধ পানিকে অবাধ্য হয়ে তার উপর দিয়ে গড়িয়ে ও বের হয়ে যেতে বাধাপ্রদান করে। যেমনিভাবে নদীর পানি কখনও চরের উপর দিয়ে গড়ায়, অতঃপর ক্ষেত, কৃষি ও মানুষকে ডুবিয়ে নিয়ে যায়।

আল্লাহর অমোঘ বিধানের বিরোধিতা

মানব জীবনে জৈবিক চাহিদা বয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক নালা হলো বিয়ে, আর অবাধ্যতা হলো ব্যভিচার-দুরাচার, অন্যায়-অনাচার। কিন্তু আমরা এসে আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধানের বিরোধিতা করলাম এবং মানব জীবনের স্বাভাবিক এই নালাকে বন্ধ করে দিলাম! নালা থেকে সব বাঁধ-সীমা উঠিয়ে নিলাম এবং জৈবিক চাহিদা নামক এই পানিকে ইচ্ছেমতো চলার জন্য ছেড়ে দিলাম, যাতে ধ্বংস করে দেশ ও তার মাঝে বসবাসরত জনগনকে! আমরা দক্ষিণ ইউরোপ ও আমেরিকায় একটি জাতিকে দেখি যে, তারা এভাবে বিয়ে বহির্ভূত জৈবিক চাহিদাকে মিটিয়ে নিচ্ছে, তাই আমরা বলি- এরাই হলো সভ্য, এরাই হলো সংস্কৃতির অধিকারী, আমরাও তাদের মতো এরকম করবো এবং তাদের পিছুপিছু চলবো!

আমরা যুবতীদের বলি- বিয়ের দরজা বন্ধ, কারণ যুবকেরা বিয়ে থেকে বিমুখ হয়ে গেছে বারনর্তকীদের সাথে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে!

মেয়েদের ব্যবসার লাভজনক পণ্য বানিয়েছি

কিছু কিছু পিতারা তাদের মেয়েদের মোহরের ক্ষেত্রে লিপ্সু হয়ে গেছে! তারা তাদের মেয়েদের পুতঃপবিত্র ও সম্ভ্রান্ত জীবনের প্রবেশদ্বার বানানো ব্যতিরেকে তাদের মেয়েদের বানিয়ে নিয়েছে ব্যবসার লাভজনক পণ্য!

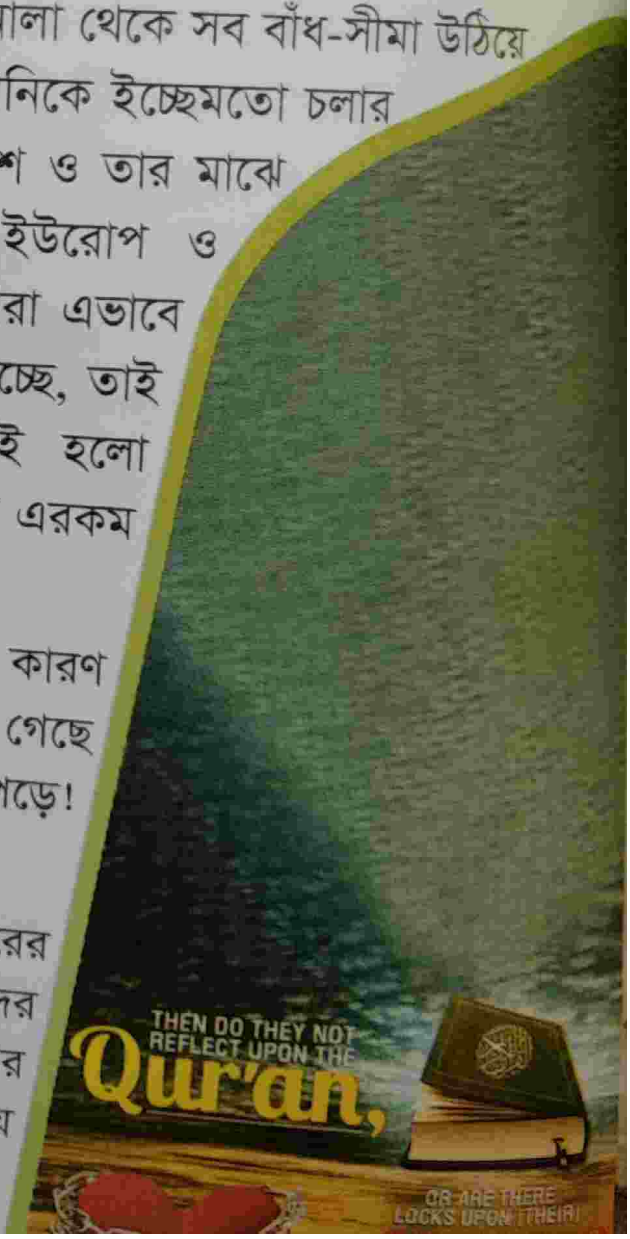

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসা মুত্তাকী, সৎকর্মশীল ও উপযোগী পাত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছি! আমরা আমাদের মেয়েদের বোরখা-পর্দা ছেড়ে, তার দেহের সৌন্দর্য, স্পর্শকাতর অংশ, উপছেপড়া যৌবন ও রূপের জাদু দেখিয়ে রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া জন্য ছেড়ে দিয়েছি!

যদি মেয়ে চাকরীজীবি হয়, তাহলে অনেক সময় পিতা মেয়ের বেতনের লালচে বিয়ে বন্ধ করে নিয়েছে এই বলে যে, সে আমার মেয়ে, তার ব্যাপারে আমি স্বাধীন, চাইলে তাকে বিয়ে দিতে পারি, না চাইলে না!

না হে ভাই, আপনি আপনার মেয়ের বেলায় স্বাধীন নন; যেরকম আপনি মনে করছেন! সে আপনার মালিকানাধীন কোনো বকরী বা গাভী নয় যে, চাইলেই আপনি তাকে বিক্রি করে ফেলতে পারেন, বা নিজের কাছে রাখতে পারেন; বরং সে আপনার মতোই একজন মানুষ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কল্যাণ সাধিত করার জন্য ও তার হিফাযতের জন্য আপনার উপর তার অভিভাবকত্ব নির্ধারণ করেছেন। আপনি তাকে এমন কোনো বস্তুর দিকে অগ্রসর হতে দিবেন না, যা দুনিয়াতে তার জন্য কষ্ট ডেকে আনে এবং দীনের ক্ষেত্রে তার কোনো উপকার পৌছায় না। একজন মেয়ের বিয়ের বেলায় পিতার অভিভাবকত্বের উদাহরণ হলো গাড়ির ড্রাইভারের মতো, যে গাড়িকে লাইনচ্যুত হয়ে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খাওয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিছু পিতার এহেন কর্মের ফলেই বিয়ের বাজার মন্দা হয়ে গেছে। দুরাচার-ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

জালিম সমাজ তার তাওবা কবুল করে না!

একজন সুদর্শনা মেয়ের কাছে একজন যুবক আসে, অতঃপর সেই মেয়েকে তার সরলতার সুযোগকে পুঁজি করে অবৈধ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে, একসময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যখন উভয়েই ক্ষণিকের স্বাদ আস্বাদন করে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে; যুবকটি চুপিসারে ভালো ভালো কেটে পড়ে, আর যুবতীকেই একাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত -পেটে বোঝা, ললাটে কলঙ্কের তিলক এঁটে বেড়াতে হয়! যুবকটি তার অপকর্ম থেকে তাওবা করে নেয়, সমাজও তার অপরাধকে ভুলে যায় এবং তার তাওবাকে কবুল করে নেয়। এদিকে যুবতীটিও তাওবা করে, কিন্তু এই জালিম সমাজ তার তাওবা কবুল করে না!

অতঃপর যখন এই যুবক বিয়ে করতে চায়, সে ঐ যুবতী থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে যায়, যাকে সে নিজই বানিয়েছে নষ্টা-ভ্রষ্টা!

এখন যুবতীরা কী করবে, একদিকে বিয়ের দরজা তালাবন্ধ, অপরদিকে ব্যভিচার অনুমোদিত, জৈবিক চাহিদা উদ্বেলিত, আবার এসবের প্রতিবন্ধক বস্তু অনার্জিত?

আপনারাই বিয়ের দরোজা বন্ধ করেছেন!

আপনারা বলবেন- আমরা কি বিয়ের দরজা বন্ধ করলাম?! হ্যাঁ, আপনারাই বিয়ের দরোজা বন্ধ করেছেন! আপনারা আপনাদের মুখের ভাষা দিয়ে বন্ধ না করলেও কাজে-কর্মে বন্ধ করেছেন!

জৈবিক চাহিদা পনেরো বছর থেকে শুরু হয় আর পরবর্তী দশক পর্যন্ত দিন দিন শুধু বাড়তে থাকে। অতঃপর পঁচিশ পর্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে! একজন যুবক কি এই বয়সে বিয়ে করতে পারে? আর তা কীভাবে? শিক্ষার নিয়ম-নীতি তো তাকে পঁচিশ বছরের পর পর্যন্তও ক্লাসের বেঞ্চে বসিয়ে রাখে! আর যদি সে উচ্চতর গবেষণার জন্য ইউরোপ বা আমেরিকায় চলে যায়, তাহলে তো তার পড়া-শোনার মেয়াদ আরও প্রলম্বিত হয়ে প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি চলে যায়! তো এই বয়সে সে কী করবে?!

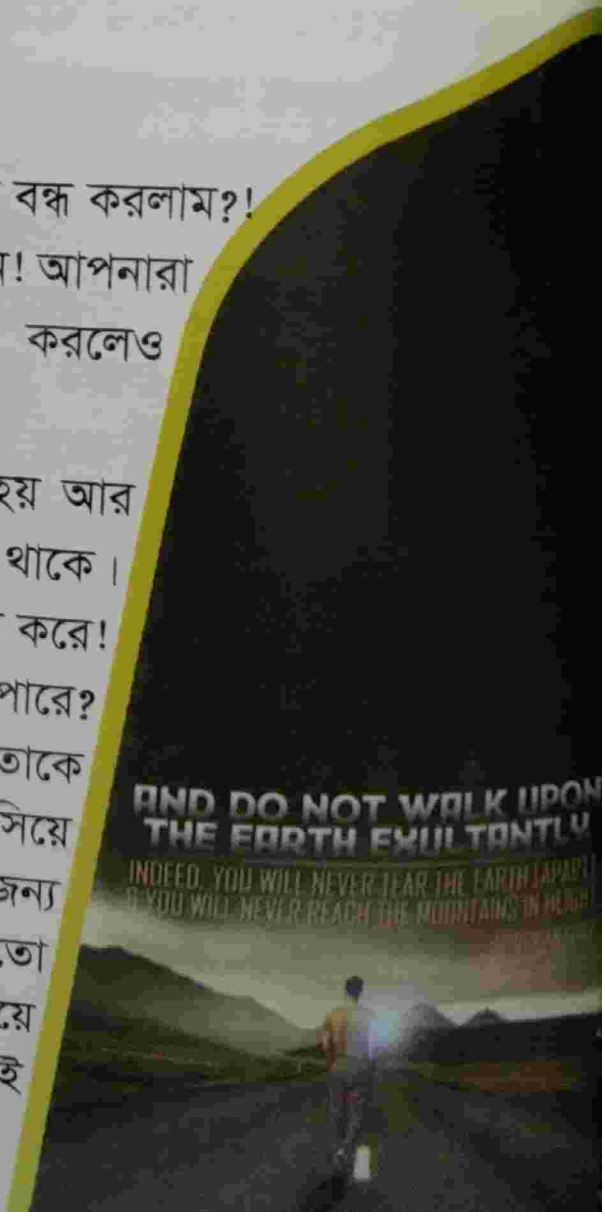

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর যদি সে বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করে, তাহলে সে অর্থ-কড়ি পাবে কোথায়? সে তো সক্ষম পুরুষদের কাতারে থাকা সত্ত্বেও তখনও সদা পিতার উপর নির্ভরশীল পরিবারের একজন সদস্যই থেকে যায়?!

আশ্চর্য! অভিজাত পোশাক পরিহিত লম্বা-চওড়া একজন তাগড়া যুবক, কিন্তু এক পয়সারও মালিক হয় না!!

অথচ আগেকার যুগে, অর্থাৎ - ষাট/সত্তর বছর পূর্বে বিশ বছর বয়সের একজন যুবক রুজি, পেশার অধিকারী ও কতগুলো সন্তানের জনক হতো!

আর যদি সে বিয়ের জন্য অর্থ-কড়ি পেয়েও যায়, তাহলে তার পিতা কি তাকে বিয়ের সুযোগ দিয়ে বসবে?

মেয়েদের পিতারাই সব সমস্যার মূল

মেয়েদের পিতারাই সব সমস্যার মূল। তারা মেয়েদের এমনভাবে ঢিল দেয় যে, তারা নিজেরাই 'হালাল' ব্যতীত আর কোনো রাস্তা চিনে না। প্রায় সব মুসলিম দেশেই মেয়েদের পিতারা তাদের মেয়েদের খোলামেলাভাবে সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ করে ঘরের বাইরে বের হতে দেয়। তাদের শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কিন্তু যখন কোনো সন্তুষ্টজনক চরিত্রবান, দীনদার ও আমানতের অধিকারী পাত্র বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে, সে তাদের কাছ থেকে এমন ব্যবহারের সম্মুখীন হয়, যেই ব্যবহারের সম্মুখীন হয় একজন ফিলিস্তিনি বন্দী ইসরায়েলের কারাগারে!

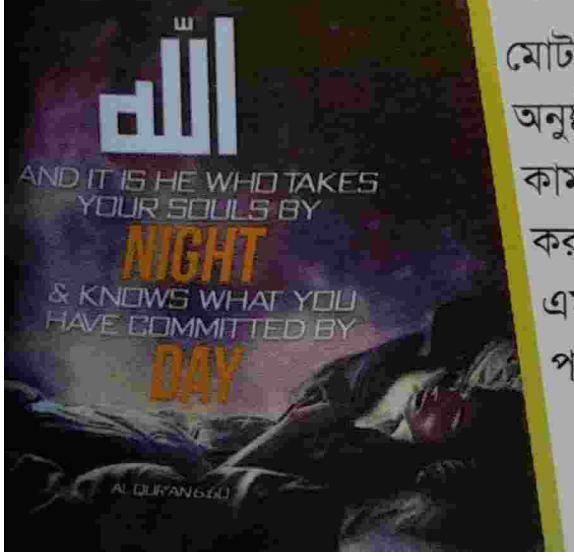

মোটা অংকের মোহর, মাত্রাতিরিক্ত খরচ, বারবার অনুষ্ঠান, হরেকরকম উপহার ইত্যাদি বড় বড় সব কামনা-বাসনা দ্বারা পাত্রীপক্ষের লোকজন বিয়ে করতে ইচ্ছুক পাত্রকে ধ্বংস করে ছাড়ে। এমনকি পাত্র বিরক্ত হয়ে যায়, অতঃপর ভেঙ্গে পড়ে! অথবা ধৈর্যধারণ করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু এই সব অনুষ্ঠানাদি তার সব টাকা ফুরিয়ে নিয়ে যায়, যা সে এই কাজের দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। অতঃপর সে বাসরঘরে রিক্তহাতে প্রবেশ করে। যার কারণে প্রথম দিন থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য দেখা দেয়। আর যখনই কোনো ঘরে ঝগড়া দেখা দেয়, সে ঘর থেকে সুখ-শান্তি আর সৌভাগ্য পলায়ন করে।

তারা বেঁকে বসে ও পাত্রকে নিষেধ করে দেয়

যে সকল দেশে আল্লাহর বাতানো বিধি-নিষেধের পরোয়া না থাকার কারণে মেয়েরা বোরখা-পর্দা ছেড়ে দিয়েছে, সে সকল দেশের অনেক পিতাই মেয়েকে তার সৌন্দর্য ও রূপের জাদু দেখিয়ে খোলামেলাভাবে চলার জন্য ছেড়ে দেয়। তাদের মেয়েকে রাস্তায় চলাচলরত সকলেই দেখে। কিন্তু যদি বিয়ে করতে ইচ্ছুক কোনো পাত্র শরয়ীভাবে অবলোকন করতে চায়; যে শরয়ী অবলোকনের কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা বেঁকে বসে ও পাত্রকে নিষেধ করে দেয়!

যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, এই শর'য়ী অবলোকনের মাঝে কোনোপ্রকার লজ্জা রয়েছে, অথবা কোনো দোষ বা ইহা একটি অনুপযোগী কাজ, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়কে সুন্দর বলে সাব্যস্ত করেছেন, ইহাকে সে খারাপ বলে সাব্যস্ত করলো এবং তার আদেশকে অমান্য করলো ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও নিজেকে সম্মান ও চরিত্রের বেলায় অধিক আত্মসম্ভ্রবোধসম্পন্ন মনে করলো। এই ধরণের কাজ যে করবে, অনেক সময় দীনে- ইসলাম থেকে বেরিয়ে পড়বে!

আমাদের মহান আল্লাহ আমাদের উপর এমন কোনো বস্তু হারাম করেননি, যার পরিবর্তে স্থলাভিষিক্ত ও অভাব পূরণকারী হিসেবে অন্য কোনো বস্তু হালাল করে দেননি।

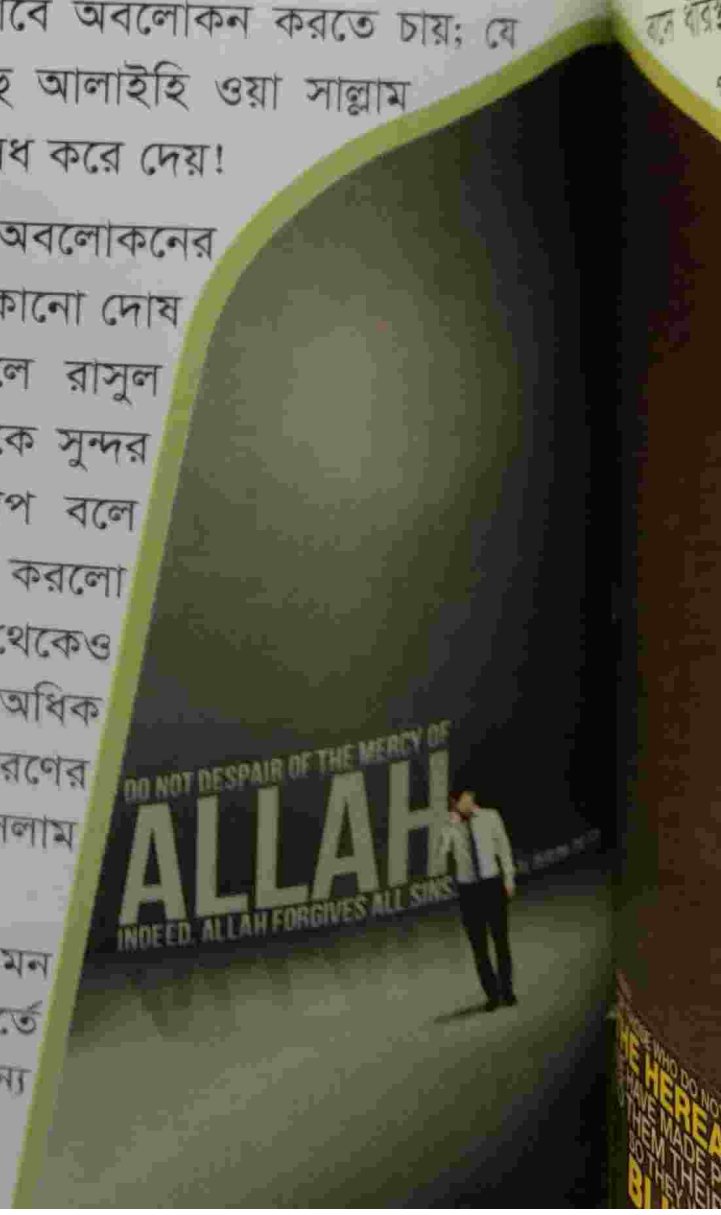

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের রব ব্যভিচারকে হারাম করেছেন, কিন্তু বিয়েকে হালাল করে দিয়েছেন। যে কাজটা বিবাহিত ব্যক্তি আপন স্ত্রীর সাথে করে, সেই কাজটাই ব্যভিচারী ব্যক্তি কোনো নষ্টা মহিলার সাথে করে। তাহলে আমরা কেন বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় বাড়ির সামনে রংবেরঙের বাতি জ্বালাই, বিয়ের কার্ড ছাপাই ও লোকজনদের দাওয়াত দিই? অথচ যে কুকর্ম করতে চায়, সে রাতের অন্ধকারে কুকর্মের দিকে পা বাড়ায় এবং এর জন্য নিষিদ্ধ পল্লী খুঁজে ফিরে, যাতে তাকে কোনো মানুষ দেখতে না পায়!

বিবাহিত ব্যক্তি ও ব্যভিচারী ব্যক্তির উদাহরণ

বিবাহিত ব্যক্তি ও ব্যভিচারী ব্যক্তির উদাহরণ হলো- ওই ব্যক্তির মতো, যে পয়সা পকেটে নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করে। প্রশান্তির সাথে খাবারের চেয়ারে বসে ধীরস্থীরভাবে খাবারের ম্যানু তালাশ করে তার ইচ্ছেমতো খাবারকে পছন্দ করে। অতঃপর বেয়ারা ওই খাবার নিয়ে আসলে আস্তেআস্তে তা খেতে আরম্ভ করে। এবং ঐ চোরের মতো, যে সবার অগোচরে হোটেল থেকে যতসামান্য খাবার ছিনিয়ে নিয়ে দেয় ভুঁদৌড়! আর লোকজনও তার পিছু নিয়ে চিৎকার করতে থাকে চোর! চোর! সে দৌড়ের উপরই কোনোরকম খাবারটা মুখে পুরে নেয়, অতঃপর গরম অবস্থায়ই গলাধঃকরণ করে! অনেক সময় খাবার খাদ্যনালীতে আটকে যায়, একসময় সে তার বুকের মধ্যে সেই আটকা ভাব অনুভব করে! এভাবে সে খাবারটাকে মোটেও তৃপ্তিভরে খেতে পারে না এবং তা গিলতেও পারে না! সুতরাং বিয়েকে সহজকরণই হলো প্রথম বাঁধ, যাকে শরীয়ত হারামের পথে নির্মাণ করেছে। কিন্তু আমরা সেই বাঁধকে ভেঙ্গে ফেললাম, যখন বিয়েকে কঠিন করে নিলাম।

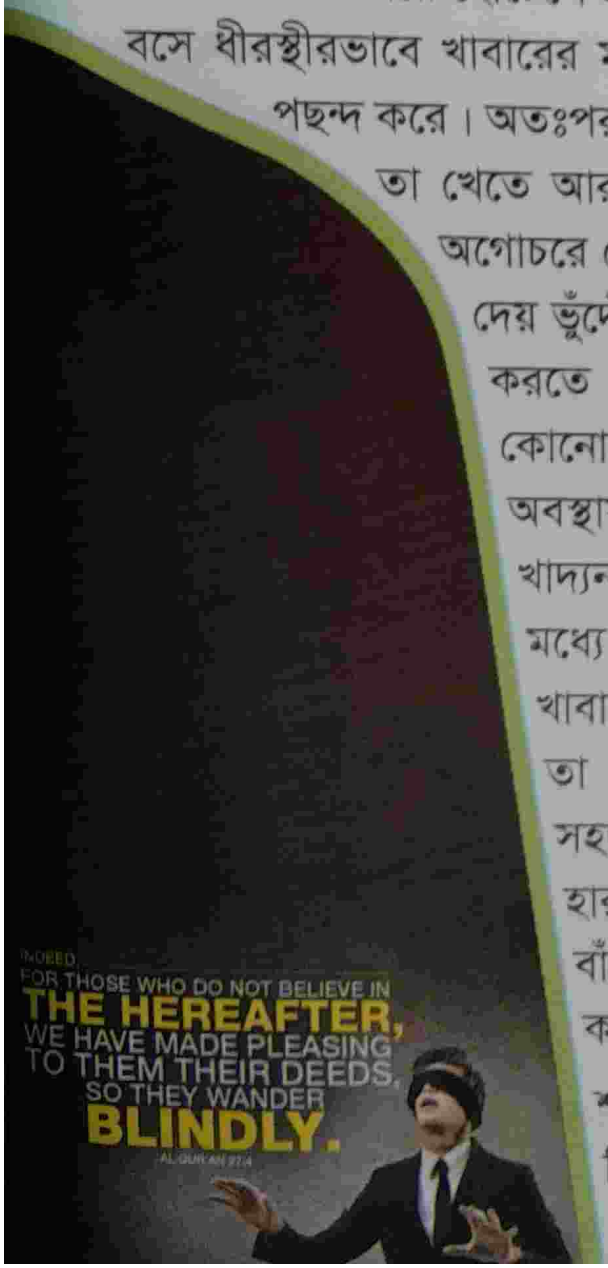

শরীয়ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং এই কথা বলেছে যে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একাকী হবে, তৃতীয়জন হবে শয়তান।

কিছু মানুষ হলো 'তোতাপাখি'

আমাদের মধ্য থেকেই কিছু মানুষ বের হলো, এরা হলো তোতাপাখি; যাদের আল্লাহ মানুষের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাদের যা শিখিয়ে দেওয়া হয়, তা-ই বলে। যদিও তারা এই কথার অর্থ বুঝতে পারে না এবং ইহার উদ্দেশ্যের পরিচয় লাভ করতে পারে না! তারা বলে, কেন এই পশ্চাৎপদতা?! কেন নারীর এই অবমূল্যায়ন ও তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ?! নারী কী তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবে?! তোমরা নারীর শত্রু! - এই জাতীয় আরও অনেক প্রগলভতা। আবার এই কথাটাকে বারবার উচ্চারণ করে বেড়ায় এমন ব্যক্তি, যে নিজে এই কথার প্রভাব অনুভব করতে পারে না এবং ইহার আসল উদ্দেশ্য বুঝতেও সক্ষম হয় না।

আমরা নারীর শত্রু নই

আমরা বলি, আল্লাহর কসম! আমরা নারীর শত্রু নই, আমরা নারীর বন্ধু। আমরা তার হিফাযতকারী। আমরা তার রক্ষাকবচ। আমরা তাকে লম্পট পুরুষের কবল থেকে ও জালিম সমাজের জুলুম থেকে রক্ষা করি। কিন্তু মানুষেরা আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি। তারা নারীকে ধোঁকাই দিলো। এমনকি নারী মনে করলো যে, নারীর পুরুষের বাহুলগ্না হয়ে চলাটাই সভ্যতা! মানুষেরা নারীকে ডাক্তারের সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে, যেথায় নারী তার দেহের কিছু অংশকে উন্মোক্ত করে থাকে, সেথায় পুরুষের সাথে একাকি থাকার সুযোগ করে দিলো! তদ্রূপ পুরুষের সাথে একাকি থাকার সুযোগ করে দিলো ব্যবসার আড়তে, যেথায় নারী পরপুরুষের সাথে কথা বলে এবং পুরুষও নারীর সাথে কথা বলে অবাধে!

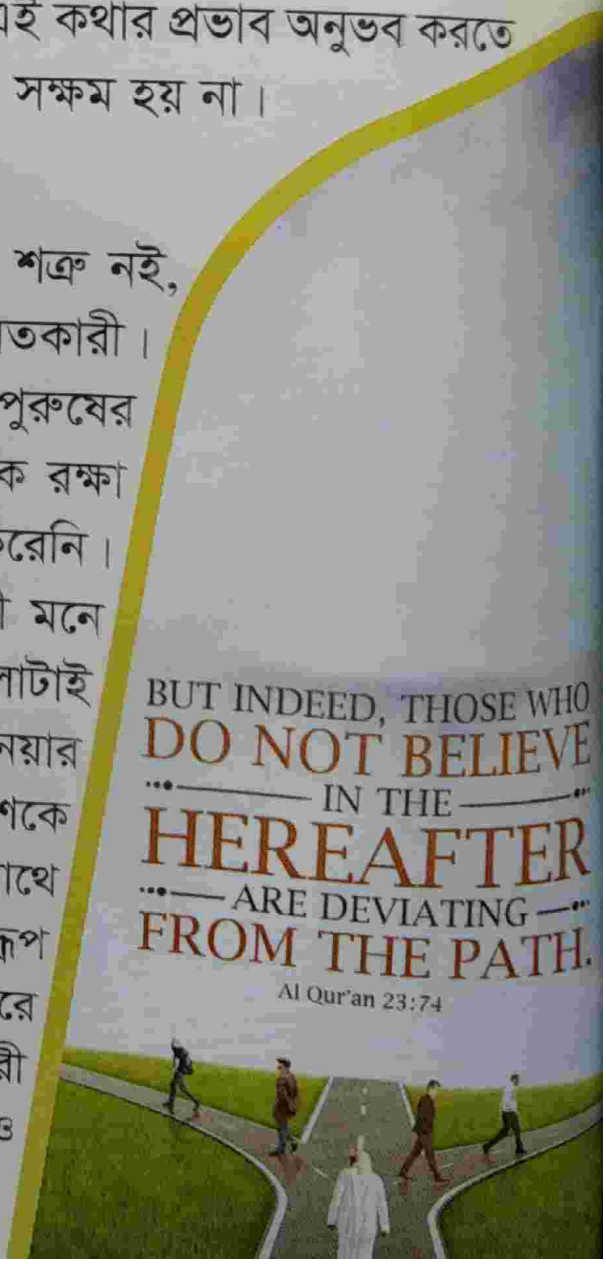

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেথায় নারী তার চেহারা কিছুটা উন্মোক্ত করে থাকে, যাতে পণ্য দেখতে পারে এবং হাতটাও কিছুটা বের করে, যাতে পণ্য ধরতে পারে! শুধু তাই নয়, মানুষেরা নারীকে পুরুষের সাথে একাকি থাকার সুযোগ করে দিলো স্কুল-কলেজে, যেগুলোকে আমরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছি! এমনকি তা একেবারে শিশুশ্রেণি থেকে শুরু করেছি!

এরা সব শিশু; কিছু বুঝেনা!

আমরা বলি, এরা সব শিশু; কিছু বুঝেনা! কথা ঠিক, কিন্তু ওই শিশুর মস্তিষ্কে কি মেয়ের ছবি গেঁথে রইবে না, যখন সে বড় হবে? যখন সে বড় হবে, তখন কি তার মনে পড়বে না শিশুশ্রেণির দিনগুলোর কথা ও মেয়ের সাথে আলাপের মুহূর্তগুলো, যা হয়ে উঠবে তার ও মেয়ের মধ্যকার নতুন করে সম্পর্কের ফটক হিসেবে? শিশুশ্রেণিতে কি এমন ছেলে ও মেয়ে নেই, যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে বা বয়ঃসন্ধিকালের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং মানুষেরা যে কথাবার্তা বেশি বলাবলি করে এবং যে সব ফিল্ম ও মোভি দেখে, তা বুঝতে শুরু করেছে ও কিছুটা বিয়ের অর্থ বুঝতে শিখেছে?

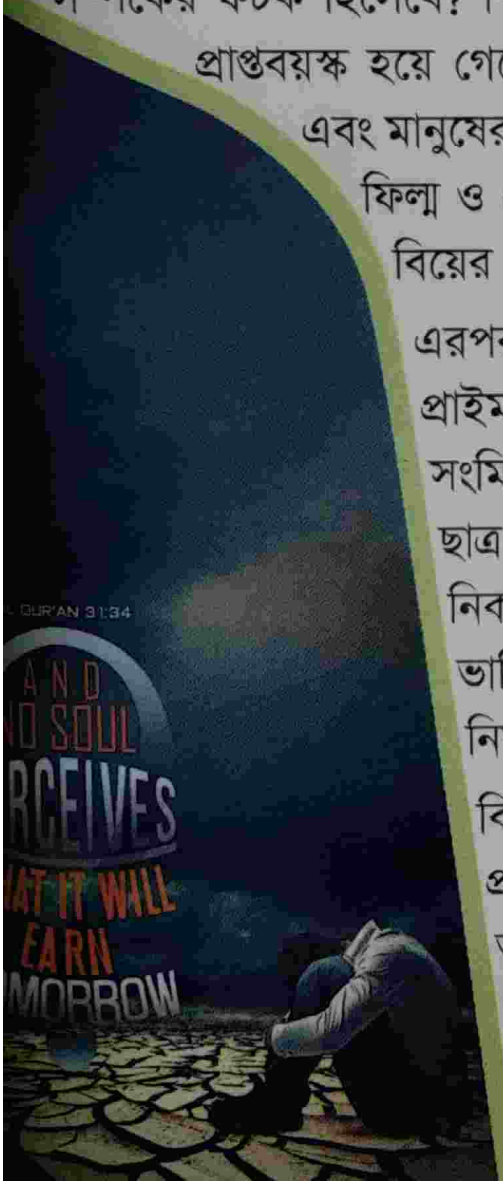

এরপর আমরা অনেক মুসলিম দেশেই আস্তে আস্তে প্রাইমারি স্কুলগুলোকে ছেলে-মেয়েদের পরস্পর সংমিশ্রণের ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছি, অথচ এসব ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রাপ্তবয়স্ক বা বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী ছেলে-মেয়ে আছে! আমরা কি ভার্সিটিগুলোতে যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশাকে নিয়ম-নীতি বানিয়ে নেইনি?

বিয়েবঞ্চিত একজন টগবগে যুবক, যার দেহের প্রতিটি রন্দ্রেরন্দ্রে উছলে উঠছে ইহা-ই, যাকে আমরা জৈবিক তাড়না বলে থাকি; সে নিয়মিত উপবেষণ করে একজন উদ্বেলিতযৌবনা যুবতীর পাশে! আবার তার কাঁধ ও পা দ্বারা যুবতীর কাঁধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও পা স্পর্শ করে! অনেক সময় যুবতী চেহারা উন্মোচিতা, পর্দা-আব্রুহীনা হয়ে থাকে, যার ফলে তার দেহের আশপাশ যুবকের চেহারা বা হাত স্পর্শ করে!

স্বল্পবসনা যুবতী

অনেক সময় যুবতী এমন স্বল্পবসনা হয়ে থাকে যে, তার জামা হাঁটুর উপর উত্তোলিত হয়, এমনকি তার দু উরুর কিছু অংশ উন্মোক্ত থাকে! এসব দেখে আমরা যুবকের ব্যাপারে বলি- যুবকটি কতিপয় গাণিতিক জটিল বিষয়, রাসায়নিক কিছু বিষয়ের সমীকরণ ও কিছু অমিমাংসিত বিষয়ের সমাধানের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে! তোমার মস্তিষ্ক এইসব জটিল বিষয়ের মাঝে নিবদ্ধ করো এবং ভুলে যাও যে, তোমার পাশে একজন মেয়ে আছে, যাকে তুমি চাও এবং কামনা করো! [অর্থাৎ- এরকম একজন মেয়েকে পাশে রেখেই এইসব জটিল বিষয়ে মাথাঘামানো অসম্ভব।]

অবাধ মেলামেশাকে নিয়ম সাব্যস্ত করে নিয়েছি

আমরা নারী-পুরুষের এই মেলামেশাকে নিয়ম সাব্যস্ত করে নিয়েছি ঘরে বাইরে, বিদ্যালয়ে ও খেলার মাঠে, সমুদ্রসৈকতে ও পাহাড়ে! আমরা বলি- ইহাই সভ্যতা! সুতরাং দ্বিতীয় বাঁধও ভেঙ্গে গেলো।

যুবক তার লাম্পট্যতাকে নিয়ে গর্ববোধ করে!

তৃতীয় বাঁধ ছিলো মানহানির ভয়। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এমনকি লম্পট যুবক তার লাম্পট্যতাকে নিয়ে গর্ববোধ করে! তার পাপাচারিতার কাহিনিগুলোকে সিরিয়াল করে বর্ণনা করে! অথচ একসময় লম্পট যুবক তার লাম্পট্যতাকে ঢেকে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত, লুকাত। প্রশ্ন করলে মানতনা, অস্বীকার করত। এখনতো অশ্লীল কাহিনিগুলো প্রত্যেক পাঠকের জন্য বৈধ হয়ে গেছে! সবচেয়ে কুরুচিপূর্ণ কাহিনিসমূহ, যেগুলোকে মানুষেরা জৈবিকতার

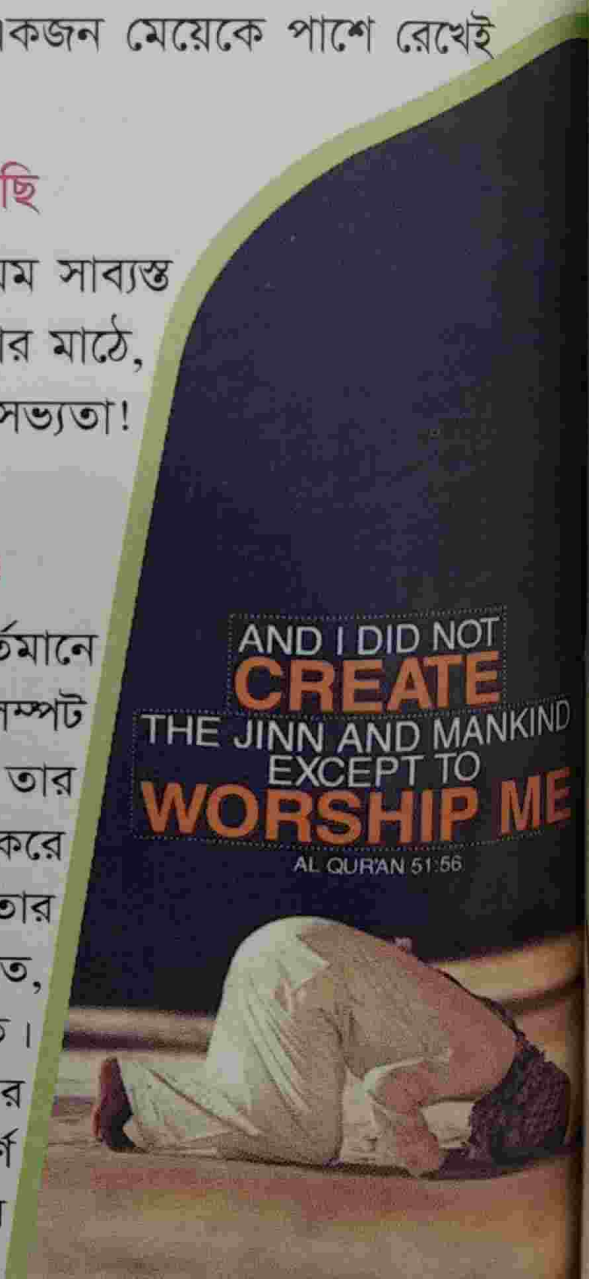

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাহিনি বলে থাকে; এগুলোকে চিত্রকারের তুলি অথবা লেখকের কলম দিয়ে অঙ্কিত করা হয়, যা যুবক ও যুবতী পাঠ করে! আবার আমাদের সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচকদের মুখ দিয়েই এগুলোর লেখকদের প্রশংসা করানো হয়!

যৌনতার কাহিনি সম্প্রচার

আমি বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও খুবই সম্মানের অধিকারী একজন সাহিত্যিকের একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছি, যিনি তার ওই প্রবন্ধে প্রশংসা করছেন লম্পট লেখক আলবার্তো মুরাভিয়া (Alberto Muravia) ও অন্য আরেক লম্পট লেখক অস্কার উইল্ড (Asker Wild)-এর, যে অনেক আগেই দুনিয়া ত্যাগ করেছে, যে প্রশংসা যুবকদেরকে তাদের লিখনী পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করবে! আর টিভিতে ফিল্মসমূহ ওই সব যৌনতার কাহিনিগুলোকে সম্প্রচার করে চলছে তাদের জন্য, যাদের কাছে এখনও ওগুলো পৌঁছায়নি, অথবা যারা এইসব পড়তে ভালোবাসে না। আমরা তো ভুলে গেছি যে, গুণাহের প্রচার হলো ইসলামের দৃষ্টিতে অপর আরেকটি গুণাহ। এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুণাহকারী ব্যক্তিকে তার গুণাহের কথা লুকিয়ে রাখতে ও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে শিক্ষা দিয়েছেন।

পাপিষ্ঠদের আইডল মনে করা!

বরং আমি সিরিয়ার দুই সাহিত্যিক মেয়ের দু'টি কাহিনি পড়েছি, তাদের দু'জনের একজন তার প্রেমিকের সাথে ঘঠে যাওয়া রসালো কাহিনি বর্ণনা করছে, অথচ তাদের মাঝে কোনো ধরনের শর'য়ী প্রণয় হয়নি! কাহিনিতে মেয়েটি তার অনুসৃত আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছে পাপিষ্ঠ জর্জ সান্ড (Georeg Sand) কে তার প্রেমিক আলফ্রেডো মুসা (Alfredo Musa)-র সাথে, যে কিনা তার চেয়েও আরও বেশি পাপিষ্ট ছিলো!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুতরাং তৃতীয় বাঁধও ভেঙ্গে গেল!

ভয়ের কোনো কারণ নেই ঔষধ আছে!

চতুর্থ বাঁধ ছিলো অসুস্থতার ভয়। এক্ষেত্রে কতিপয় ডাক্তার জোর কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন - হে লম্পটের দল! তোমরা অসুস্থতার ভয় করো না। কেননা আমাদের কাছে পেনিসিলিন (Penicillin), স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin), টেরামাইসিন (Terramycin), ইবলিসিন (ইবলিসের দিকে সম্বন্ধ) ও প্রত্যেক এমন ঔষধ, যার নামে ওই 'সি' অক্ষর আছে; পণরূপে বিদ্যমান। যখনই তোমাদের মাঝে কোনো যৌনরোগ দেখা দিবে, আমরা তা দূর করে দিবো। সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, সামনে বাড়তে থাকো!

সুতরাং লম্পটের দল আগে বাড়তেই থাকলো, কোনো ভয়কে পাত্তা দিলো না। এভাবেই চতুর্থ বাঁধটাও ভেঙ্গে গেলো!

যে 'আইন' ব্যভিচারকে অনুমোদন দেয়!

পঞ্চম বাঁধ ছিলো সরকারের ভয় ও শাস্তি থেকে পলায়ন। ইহা তখন ছিলো, যখন মুসলিম দেশগুলোর সরকারব্যবস্থা এমন দেশীয় সরকারব্যবস্থার মতো ছিলো, যা সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বাঁধা প্রদান করতো। সর্বোপরি সরকারব্যবস্থা ছিলো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। পরবর্তীতে আমরা শাস্তির আইন গ্রহণ করলাম ফ্রান্স বা এমন দেশ থেকে, যে দেশকে অধঃপতন একেবারে ধ্বংস করে ছেড়েছে; এমনকি যে দেশের মাটিকে মর্দন করেছে জার্মানিদের জুতো বিজয়ী বেশে তিন তিনবার করে সত্তর বছর পর্যন্ত!

আমরা আমাদের আইনে (সাজা-শাস্তির আইনে লক্ষ্য করুন) এমন ধারা উপ-ধারা লিখলাম, যা ব্যভিচারকে এক ধরণের অনুমোদন দেয়!

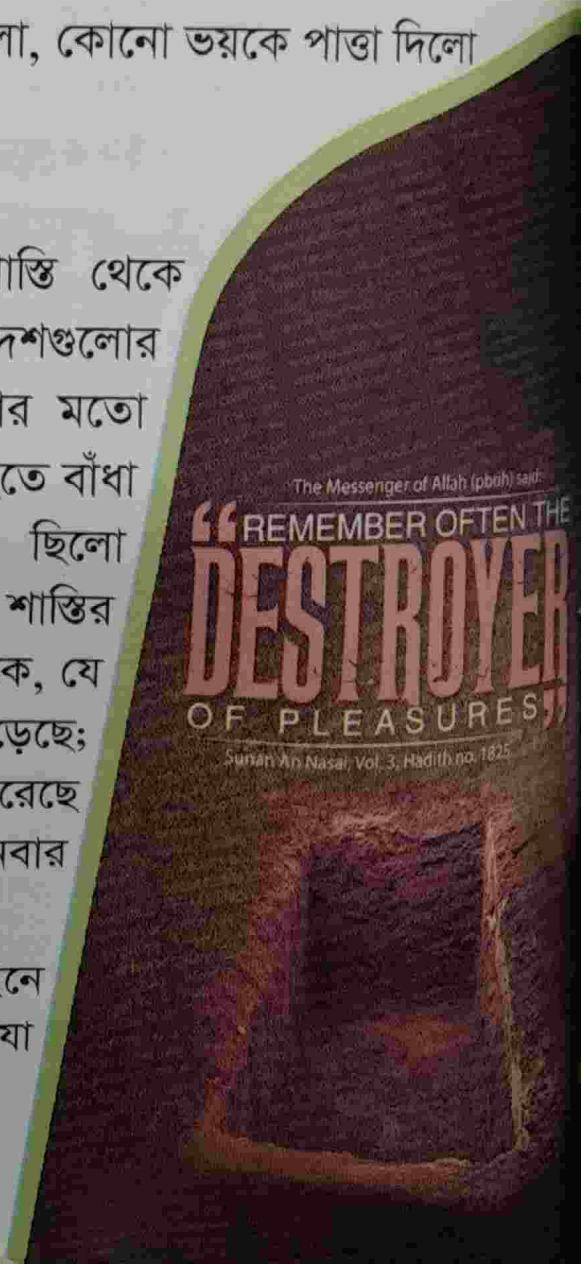

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যভিচারের শাস্তি চুরির শাস্তির চেয়েও হালকা

যা ব্যভিচারীর উপর স্বামী ব্যতিত অন্য কেউ মামলা করাকে বাঁধা প্রদান করে এইভাবে যে, যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে পরপুরুষের মেলামেশাকে মেনে নেয়, তাহলে কোনো মামলা নেই। আর যদি মেনে না নেয়, তাহলে মামলা করার সুযোগ আছে। আমরা ব্যভিচারের শাস্তিকে সীমাবদ্ধ করে নিলাম মা ও ছেলে বা পিতা ও কন্যার মধ্যে। আর ইহাকেই একজন চরিত্রবান, অভিজাত ও দীনদার ব্যক্তি সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধ মনে করে! আমরা ব্যভিচারের শাস্তিকে চুরির শাস্তির চেয়ে আরও হালকা বানিয়ে নিয়েছি। যদিও চুরিটা একহাজার টাকা হোক না কেন!

আমরা সকলেই চুপ করে তা মাথা পেতে নিয়েছি। চুপ করে মাথা পেতে নিয়েছেন উলামা ও মুফতিরাও! নবাব ও বিচারকরাও। সুতরাং পঞ্চম বাঁধও ভেঙ্গে গেল!

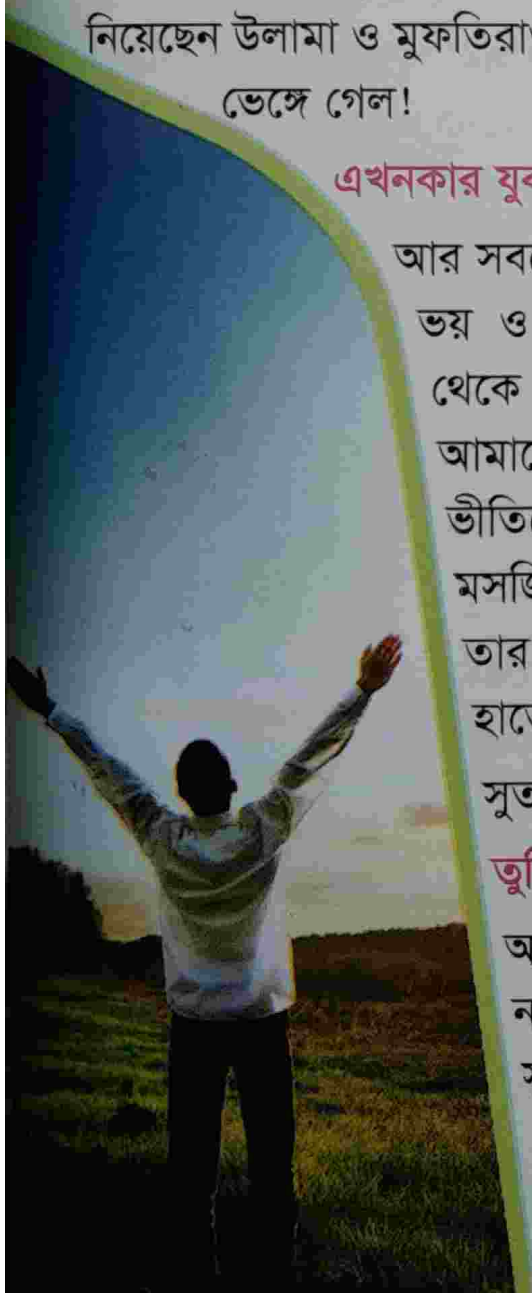

এখনকার যুবকরা তো মসজিদের রাস্তাটাই চিনে না

আর সবচেয়ে মজবুত ও শক্তিশালী বাঁধ ছিলো আল্লাহর ভয় ও জাহান্নামের ভীতি। কিন্তু আমরা আমাদের থেকে ধর্মীয় দিক্ষার ফলকে ঠেলে দূর করে দিলাম, আমাদের সন্তানদের আল্লাহর ভয় ও জাহান্নামের ভীতিকে ভুলিয়ে নিলাম! এখনকার যুবক তো মসজিদের রাস্তাটাই চিনে না, যদি না কোনো দিন তার মুসল্লি পিতা তার ব্যাপারে সতর্ক হয়, অতঃপর হাতে ধরে মসজিদের পানে নিয়ে চলে!

সুতরাং ষষ্ঠ বাঁধও ভেঙ্গে গেল!

তুমি এগিয়ে যাও হে নারী

অতঃপর আমরা বিপথগামী ও প্ররোচনাকারি নারীকে বলতে লাগলাম; তুমি এগিয়ে যাও। সুতরাং সে এগিয়ে যেতে থাকলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমনকি নারীর অবস্থা তো এমন হয়েছে যে, সে এমন বেশে রাস্তায় চলাফেরা করে, যে বেশে সে আজ থেকে ষাট বছর আগেও তার পিতা ও চাচার সামনে ঘরের ভেতর বের হতে লজ্জাবোধ করতো!

মহান আল্লাহর কসম, আমি যা দেখেছি, তা-ই বলছি! অথচ, দীনে- ইসলাম, বরং পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম; চাই সে ধর্ম সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, নারীর যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আকর্ষিত করে, তা পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করাকে হারাম মনে করে!

গির্জার একটি নোটিশ

একবার আমি ফিলিস্তিনের [আল্লাহ ফিলিস্তিনকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন] একটি গির্জার দরজায় খৃষ্টান মুসল্লি মহিলাদের জন্য একটি নোটিশে লম্বা হাতা ও চুল ঢেকে রাখে এমন স্কার্ফ ছাড়া এবং মুখমণ্ডলে প্রসাধনীর প্রলেপসহ ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা দেখলাম!

অপরাধ কি শুধু যুবকের?

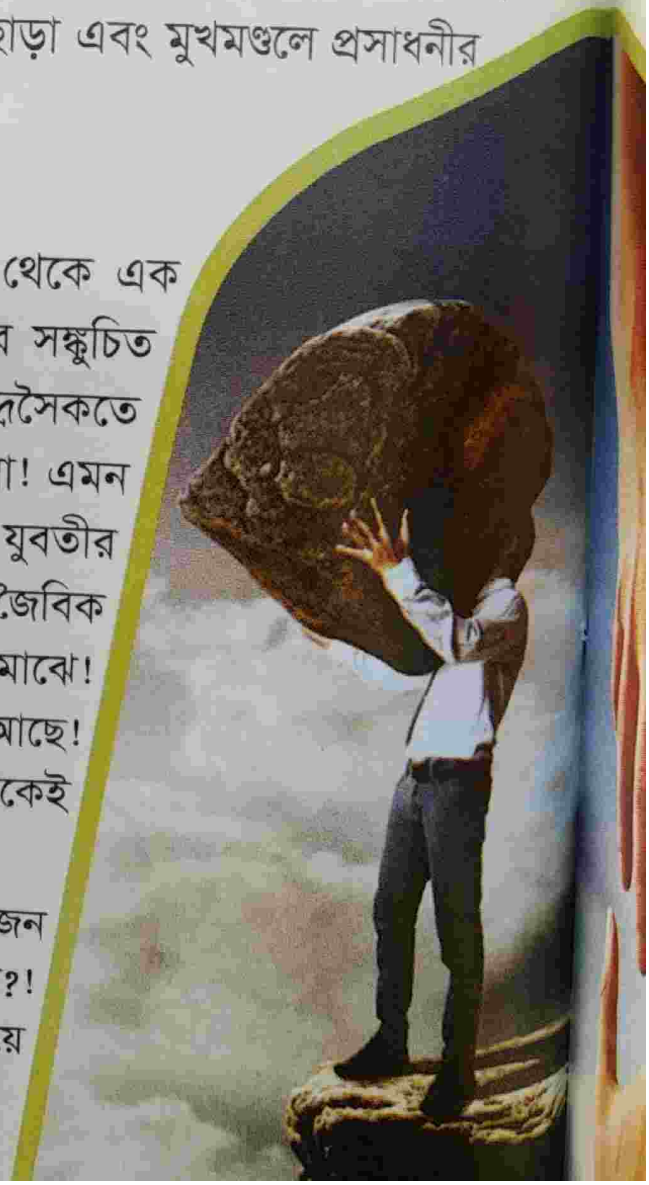

সর্বদাই নারী তার পরিধেয় জামার এখান থেকে এক আঙুল, ওখান থেকে এক আঙুল ছোট করে সঙ্কুচিত করতে থাকে। এমনকি সে যখন সমুদ্রসৈকতে পৌঁছায়, তার দেহে কোনো কাপড়ই থাকে না! এমন হলো বর্তমান অবস্থা। আর অপরাধ কি শুধুই যুবতীর একা? অপরাধ কি শুধু যুবকের? অথচ সে জৈবিক তাড়নাকে মারাত্মকভাবে উপলব্ধি করে তার মাঝে! আবার বিয়ে তার জন্য অসম্ভব বা কঠিন হয়ে আছে! ব্যভিচার খুবই সস্তা ও স্বাদের! সর্বদিক থেকেই প্ররোচনাকারি ও বিপথগামীকারি বিদ্যমান!

আপনারা কীভাবে চান যে এ পরিস্থিতিতে একজন যুবক ধৈর্য ধারণ করবে এবং অটল থাকবে?! কিভাবে চান যে, একজন যুবক এসব বাদ দিয়ে পড়াশোনা ও নিজ পাঠ্যবইয়ে মন দিবে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সবার সমন্বিত হওয়া উচিত

এটি এমন এক সমস্যা, যার সমাধানে সব জাতি ও সরকার, লেখক ও জ্ঞানতাপস ও মহিলা সংস্থাগুলোর সমন্বিত হওয়া উচিত। মহিলা সংস্থাগুলোর নির্বুদ্ধিতা ও অনর্থক সব বিষয়াবলি ছেড়ে এই ব্যাপারে মনোনিবেশ করা উচিত। কেননা এক্ষেত্রে সব বিপদ হয় একজন মেয়ের। বলির শিকার হয় একজন মেয়ে-ই। এইসব মহিলা সংস্থাগুলোই নির্যাতিতা নারীদের বাঁচাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে অধিক উপযোগী।

শেষ কথা

আজ যখন আমার কাছে প্রেরিত চিঠির প্রেরকের মেয়ে নষ্টা হয়ে গেলো, এবং এই চিঠিই আমাকে এইসব কথাগুলো বলতে বাধ্য করলো, তাহলে সেই নষ্টামি আমার ও আপনার দিকে, আমার ঘর ও আপনার ঘরের দিকে এবং আমার মেয়ে ও আপনার মেয়ের দিকে ধাবমান। এটা এমন এক আগুন, যা ঘরসমূহে চলাচল করছে! এটা এমন এক প্লাবন, যা সব কিছুকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! ইহা এমন এক মহামারি, যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে! অথচ, আমরা টেনশনমুক্ত বসে আছি! এই আগুনকে নিভানোর কোনও চেষ্টাই করছি না, বরং এই আগুনে পেট্রল ঢেলে চলছি! আবার আশা করছি যে, এই আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না!

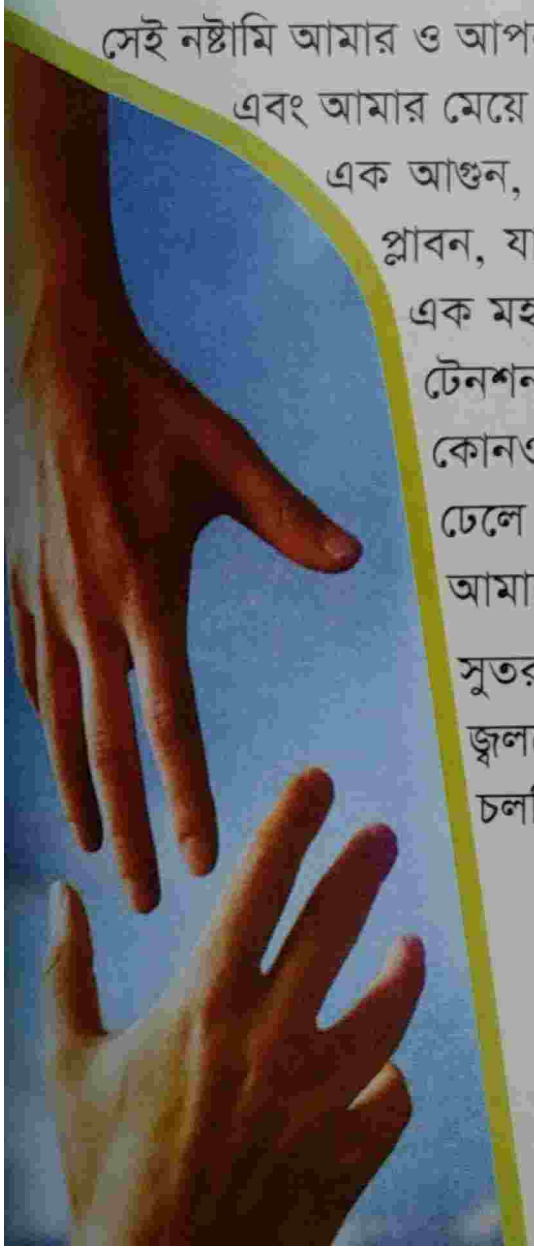

সুতরাং কীভাবে আমরা এই আগুনের শিকার হয়ে জ্বলবো না, অথচ আমরা আগুনে পেট্রল ঢেলে চলছি?! কীভাবে?! কীভাবে হে জ্ঞানীকুল!

সমাপ্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষ ও আপনার সম্পর্কে তাদের ধারণা নিয়ে ভাববেন না।

কারণ, তারা কিছুই অগ্র-পশ্চাৎ করতে পারবে না

বৃদ্ধি ও লাঘব করতে পারবে না।

কেবল আপনার গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত সত্তার প্রতি মনযোগী হোন।

কারণ, তাঁর হাতেই সকল ক্ষমতা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাউকে যদি চোখের সামনে
আগুনে পুড়তে দেখেন, তবে
অবশ্যই তাকে বাঁচাতে
আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

আল্লাহর দুহাই...
সালাত ত্যাগকারীকে
বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করুন।
আল্লাহর শপথ!
সে আগুনে পুড়ছে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মৃত্যু

কখনো আপনার সৎপথে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করবে না

তাই আল্লাহর দিকে ফিরে এসে আপনিই মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকুন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর বাণী,

‘প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্যে সে কী প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।’ [সূরা হাশর : ১৮]

দিন ও রাত

আপনার মূলধন

তাই আজই পরিশ্রম করুন, আগামী দিনের প্রস্তুতি নিন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবী করীম সা. বলেন,

তোমাদের কারো মাথায় সূচ দিয়ে আঘাত করা, অন্যায়ভাবে একজন নারীকে স্পর্শ করা অপেক্ষা উত্তম।

[আল মুজামুল কাবীর : ৪৮৬]

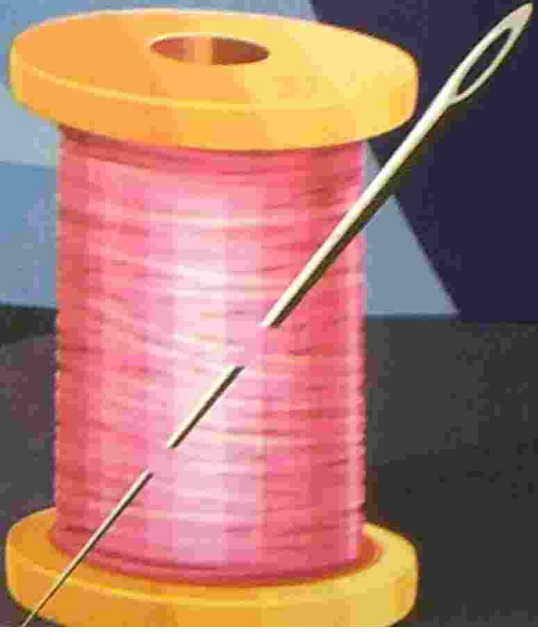

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অতএব, যখন অবসর পান
[ইবাদতে] পরিশ্রম করুন।
সূরা ইনশিরাহ : ৭

যখনই জীবনের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হন, কোনো বাধা না থাকে অন্তরে

তখনই ইবাদত ও দোয়ায় মনোনিবেশ করুন।
-সাদী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

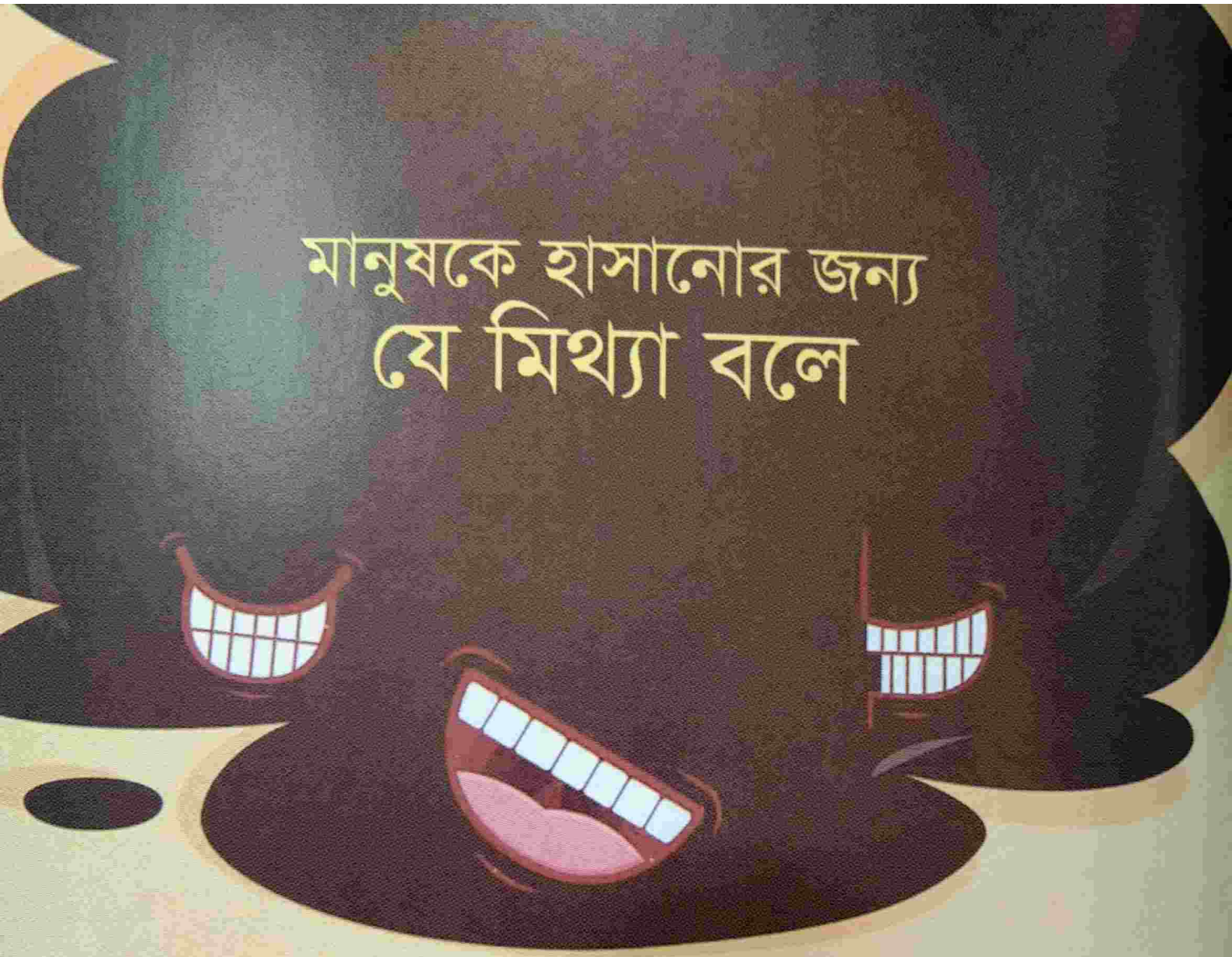

মানুষকে হাসানোর জন্য যে মিথ্যা বলে

নবী করীম সা. বলেন,
ধিক ওই ব্যক্তির যে মানুষকে হাসাবার জন্যে উপকথা বা মিথ্যা বর্ণনা করে! ধিক তার জন্য...ধিক তার জন্য...!

[তিরমিযি : ২৩১৫]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা বলেন,
‘কিংবা মানুষের মাঝে
সন্ধিস্থাপন করত।’

[সূরা নিসা : ১১৪]

আপনি হোন আলোকোজ্জ্বল সূর্যের মতো

পরিবার, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের মাঝে

তাদের
সমস্যাগুলো দেখুন

মীমাংসা
স্থাপন করুন,

বিপদ দূর করার
চেষ্টা করুন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবী করীম সা. বলেন, এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার;

(সহীহ বুখারী : ১১৮৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরবের নন্দিত কথাসাহিত্যিক
শাইখ আলী তানতাবীর সাড়াজাগানো গ্রন্থ
'ইরহামুশ-শাবাব'-এর বাংলা অনুবাদ

কয়েকশ পৃষ্ঠার একটি বই পাঠককে যে খোরাক দিতে পারেনা, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার একটি বই পাঠককে সে খোরাক যোগান দিতে সক্ষম; তা সম্ভবত শাইখ আলী তানতাবী রাহ.-এর কোনো লিখনী।

শাইখ আলী তানতাবীর লিখিত 'ইয়া বিনতী' (হে আমার মেয়ে) এবং 'ইয়া ইবনী' (হে আমার ছেলে) হাতেগুনা কয়েক পৃষ্ঠার এই বই দু'টো সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের অসংখ্য-অগণিত ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বইদ্বয়ে শাইখ তানতাবী বিশ্বের সব যুবক ও যুবতীদের আপন ছেলে ও মেয়ে হিসেবে সম্বোধন করে নিজে একজন দায়িত্ববান পিতার স্থানে দাঁড়িয়ে দিলের সবটুকু দরদ উজাড় করে কিছু অমূল্য কথা বলে গেছেন। এ যেনো নিছক কোনো কথা নয়; দরদের সুতোয় গাঁথা হীরা, মণি, মুক্তার মালা! জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার ভারে ন্যুব্জ একজন বয়োজীর্ণ আরব মনীষার দিলের দরদমাখা কথাগুলো বিশ্বের যুবক-যুবতীদের মাঝে আশাতীত সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সভ্যতা আর আধুনিকতার নামে পশ্চিমা নোংরা সয়লাভে ভেসে বেড়ানো যুবক-যুবতীরা পেয়েছে সঠিক পথের দিশা।

'ইরহামুশ-শাবাব' (যুবকদের বাঁচাও) গ্রন্থে শাইখ তানতাবী যুবক-যুবতীদের নষ্টামোর পথ থেকে বাঁচাতে সমাজ ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্বোধন করে নিজ নিজ দায়িত্বকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যুবক-যুবতীদের নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক স্খলনের কারণ ও তার চিরন্তন প্রতিকারকে দার্শনিকভাবে আলোকপাত করেছেন। সেই হিসেবে 'ইরহামুশ-শাবাব' (যুবকদের বাঁচাও) বইকে 'ইয়া বিনতী' (হে আমার মেয়ে) ও 'ইয়া ইবনী' (হে আমার ছেলে) বইদ্বয়ের উপসংহার বলা চলে। তিনটি বইয়ের সম্পর্ক একই সূত্রে গাঁথা।

হুদহুদ প্রকাশন
বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

987-984-811-144

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner